গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
☎ ০২-৮৮৭৯২৯৯ ফ্যাক্স নং-০২-৮৮৭৯১৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং-১সিই-২৫/২০১৩(পার্ট-৩)/ ৩৫০৯/৩৩৬   তারিখঃ ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ এর আওতায় অংশীজনের অংশগ্রহণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	ঃ	১৮/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১১ঃ০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সম্মেলন কক্ষ সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট- 'ক'।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার সভাপতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, ঢাকা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশীজন সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

এরপর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, ঢাকা সভায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ হতে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর/অধিদপ্তর/বিভাগ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অংশ হিসেবে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আজকের অংশীজনের সভায় অংশগ্রহণের জন্য শিশির স্নিগ্ধ সকালে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং দুর্নীতিরোধে সহনশীল মাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, আরএইচডি ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সওজ অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনার বিষয়টি পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি বিস্তারিতভাবে সকলকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর 'অংশীজন সভা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানান।

২.১ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, ঢাকা ঃ

তিনি বলেন যে, কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ দুর্নীতি করে না। শিক্ষিত লোক বা ক্ষমতাবানরাই বেশী দুর্নীতি করে। আমাদের সকলের জন্য কলম সততা খুবই প্রযোজ্য। তিনি বলেন যে, শুদ্ধাচার কার্যক্রমে কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও ভাল কাজের জন্য উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে ঠিকাদারদের পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। e-Tendering এ CPTU নির্দেশনা অনুযায়ী ১০% নিম্নদরে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে turn over এর কারণে ১০-১২ জন ঠিকাদার সিন্ডিকেট করে কাজ করে থাকে যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অনেক ছোট/মাঝারী আকারের ঠিকাদারগণ বঞ্চিত হয়। ফলশ্রুতিতে ৯০% ঠিকাদার বেকার হয়ে পড়ছেন এবং এর প্রতিকারের ব্যাপারে ঠিকাদার সমিতি সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবরে আবেদন জানিয়েছেন। তিন বছর মেয়াদী Defect liabilitiy period এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন রাখেন। RHD রেইট সিডিউল ও NBR কর্তৃক ঘোষিত ভ্যাট, আইটি ইত্যাদির সাথে মিল রেখে প্রতি বছর দর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি জোন থেকে আহ্বানকৃত দরপত্রে ভিন্ন ধরণের শর্ত আরোপের ফলে ঠিকাদারগণ দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ ব্যাপারে একই ধরণের শর্ত দেয়ার ব্যাপারে তিনি মতামত প্রদান করেন।

২.২ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা ঃ

তিনি বলেন যে, অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অগ্রগতি ভাল। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন/সমিতি থেকে সদস্যদের শুদ্ধাচার এর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিলে ভাল ফলাফল আসবে। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের নিয়মিত করণসহ পেনশন না থাকার ফলে তারা দূর্বিষহ জীবন যাপন করছে। এ সমস্যার সমাধান হলে কর্মচারীরা নীতি-নৈতিকতার মধ্যে থাকার প্রবনতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন।

২.৩ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, ঢাকা ঃ

তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছায় শুদ্ধাচার এর বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে - সততার সাথে কাজ করা। সওজ-এ মাত্র ৪০০-৫০০ জন নিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। অধিকাংশ কর্মচারীই ওয়ার্কচার্জড/মাষ্টাররোল জনবল কাজ করছে। দূরাবস্থা নিয়ে কর্মচারীরা মারা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ড্রাইভার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম কার্যভিত্তিক কর্মচারী অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। কর্মচারীদের নিয়মিত করণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। e-gp তে কিছু সমস্যা আছে যা দূর করা প্রয়োজন। তিনি আশা করেন যে, সওজ একটি সৎ জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করবে।

২.৪ সভাপতি, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, ঢাকা ঃ
তিনি উল্লেখ করেন যে, শুদ্ধাচার চর্চার উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে শোষনমুক্ত সমাজ গঠন, সাম্য প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূর করা। ড্রাইভার সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যিনি গতকল্য মারা গেলেন তিনি কি পেলেন ? বৈষম্য বেড়েছে, কমে নাই মর্মে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সততার সাথে যদি মানবিকতা যুক্ত হয় তাহলেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে। বিলাসিতা বা অভাব অনটনের কারণে দুর্নীতি হয়। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীরা ঝুঁকির মধ্যে আছে, তাই তারা দুর্নীতির দিকে ঝুঁকতে পারে। তাই জরুরী ভিত্তিতে তাদেরকে নিয়মিত করা প্রয়োজন। ১০-১২ জন বড় ঠিকাদার Monopoly করলে দুর্নীতি কমবে না।

২.৫ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, ঢাকা ঃ
শুদ্ধাচার চর্চায় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মারণ করেন। এ বিষয়ে এ বছরের বিজয় দিবসে অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিগ্রী প্রকৌশলী নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বলেন যে, আমরা জনগণের টাকায় পড়াশুনা করেছি, তাই আমাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

২.৬ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রকিউরমেন্ট সার্কেল, ঢাকা ঃ
শুদ্ধাচার এর বিষয়টি এখনও কাগজপত্র ভিত্তিক। আলোচনার চেয়ে দরকার নিজকে বদল করা। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা আছে। নিজেই নিজের পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিতি কম। জাতীয় অনুষ্ঠান own করতে হবে। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা আরো স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

২.৭ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, ঢাকা ঃ
আমাদের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বলেছেন - প্রতিদিন একটি করে পত্র ই-নথিতে রূপান্তর করতে হবে। এ নির্দেশনা পালন করলে অধিদপ্তর দুর্নীতি মুক্ত হবে। আমাদের আরো বেশী ই-নথি করতে হবে। আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। ঠিকাদারকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।

২.৮ প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ) মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, ঢাকা ঃ
Individual পর্যায়ে শুদ্ধাচার এর বিষয়ে কি করতে হবে তা আরো ভালভাবে জানানো যেতে পারে।

৩. বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) বলেন যে, ঠিকাদার/বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের কথা বা সার্বিক অবস্থা শুনতে হবে। Stackholder দের সমস্যার কথা শুনে তা দূরীভূত করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে। দরপত্রের বিভিন্ন সমস্যা CPTU থেকে সংশোধন করা যেতে পারে। নতুন কিছু করলে প্রথমে কিছু সমস্যা থাকতে পারে, যা পরবর্তীতে দূর করা সম্ভব। শুদ্ধাচার একার পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় - একটি আন্দোলন হিসেবে দেখতে হবে। এতে সর্বস্তরের মানুষের একাত্মতা দরকার। সমস্যাকে ভালভাবে বুঝলে তা সমাধান করা সহজ হবে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে তা আস্তে আস্তে বাস্তবায়ন হবে। মানুষের চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানো খুব সহজ কাজ নয়। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাতে না পারলে দুর্নীতিমুক্ত হওয়া কষ্টকর। কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং একই সাথে স্বার্থও বিবেচনায় নিতে হবে। কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানে সৎ ও মানবিক হতে হবে।

৪. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন যে, ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধাচার এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আমাদেরকে ব্যক্তি/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আচার-আচরণ শুদ্ধ হতে হবে। যাদের নিয়ে কাজ তাদের দুঃখ দুর্দশা/কষ্ট জানতে হবে। ভাল কাজের জন্য ঠিকাদারকে পুরস্কার দেয়া যায় কিনা শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ই-জিপিতে turn over বিবেচনার কারণে বড় ঠিকাদাররা কাজ পেয়ে থাকেন, অপেক্ষাকৃত ছোট ঠিকাদাররা কাজ পান না। এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। কিছু সমস্যার ব্যাপারে ইতোমধ্যে পত্র যোগাযোগ হয়েছে। CPTU থেকে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশা করা যাচ্ছে। ৩(তিন) বছরের Defect liabilitiy period নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিকাদারগণ গুনগত মান বজায় রেখে কাজ করবেন এবং এ ব্যাপারে তাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান না হলে শুদ্ধাচার চর্চা কঠিন হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০(দশ)টি জোনে শর্তের ভিন্নতা সম্পর্কে পিপিআর এর আলোকে ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা তা দেখতে হবে। তবে স্থানীয় চাহিদা/প্রয়োজনের ভিত্তিতে Procuring Entity কিছু শর্ত দিতে পারে। তবে অবশ্যই এ সকল শর্ত দুর্নীতিকে সমর্থন করতে পারবে না। Rate Schedule একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রতি বছর করতে পারলে ভাল হবে।

সভার সভাপতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, ঢাকা উল্লেখ করেন যে, সমদর মূল্যায়ন এর সময় turn over বিবেচনার বিষয়টি সঠিক কিনা এ ব্যাপারে CPTU-কে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। CPTU এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যক্রম চলমান রেখেছে। শুদ্ধাচার চর্চায় কিছু বিষয়কে Challenge হিসেবে নেয়ার উল্লেখ আছে, যেখানে কর্মচারীদের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

পরিশেষে অদ্যকার সভার সভাপতি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮/১২/১৭

(মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা)
পরিচিতি নং-০০০১৪৫
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
ও
সভাপতি, শুদ্ধাচার অংশীজন সভা।

অনুলিপি ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/তদন্ত ও শৃঙ্খলা/এষ্টেট/বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৫। অধ্যাপক সামছুল হক, পুরকৌশল অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
৬। পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, ঢাকা/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং, ঢাকা/ ঢাকা জোন, ঢাকা/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, ঢাকা/ যান্ত্রিক উইং, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ খুলনা জোন, খুলনা/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ রংপুর জোন, রংপুর/ সিলেট জোন, সিলেট /গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
১০। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা/ জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা/ ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা/ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-ওও, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা/ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা/ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট), বাড়ী নং-৪ (৩য় তলা), রোড নং-২১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা/ The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridge Construction and Existing Bridges Rehabilitation শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা/ SASEC Road Connectivity Project: জয়বেদপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প, বাড়ী নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা/ টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ডিটেইলড ষ্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রকল্প, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা/ ক্রস বর্ডার নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), ঢাকা/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প- ওও, এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। যুগ্ম সচিব (আইন ও সংস্থা/নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর/প্রশাসন/এষ্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম/ লেবুখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী/ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা/ "ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ/ Access Road Construction Component of Matarbari Ultra Super Critical (USC) Coal-Fired Project, Dhaka।
১৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, আরএইচডি ট্রেনিং সেন্টার, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
১৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫। পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), সড়ক গবেষণাগার, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
১৬। উপ-সচিব, ডিটিসিএ এন্ড ডিএমটিসি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। পরিচালক, নিরীক্ষা ও হিসাব (সওজ), সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮। সৈয়দ আবুল মকসুদ, আজিজ এপার্টমেন্ট, বাসা নং-২৫, ফ্ল্যাট নং-৫/ডি, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
২১। জনাব মোঃ ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
২২। সভাপতি, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২৩। জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ওয়ার্কসপ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, তদন্ত বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। ষ্টাফ অফিসার, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ও নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ইনফরমেশন সার্ভিসেস বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সড়ক গবেষণাগার, মিরপুর, ঢাকা।
৫। কম্পিউটার সিষ্টেম এনালিষ্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। কার্যবিবরণীটি RHD Website-এ প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(সৈয়দ শহিদুন্নবী)
পরিচিতি নং-০০০১৪৬
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
ও
সদস্য সচিব
সওজ নৈতিকতা কমিটি।